310680 - আলী (রাঃ) এর দকিে সম্বন্ধতি মাসয়ালা: আপনি কি মুহাম্মাদরে মাধ্যমে আপনার প্রভুকে চনিছেনে? এ মাসয়ালাটি কি সঠকি?

প্রশ্ন

আলী বনি আবু তালবি (রাঃ) জজ্ঞিসে করছেনে য, "আপনি কি মুহাম্মাদরে মাধ্যমে আপনার প্রভুকে চনিছেনে? নাকি আপনার প্রভুর মাধ্যমে মুহাম্মাদকে চনিছেনে...?" শীর্ষক হাদসিটি কি সহহি?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

উত্তররে সারাংশ: আলী (রাঃ) এর দকিে সম্বন্ধতি এ মাসয়ালাটি "আপনি কি মুহাম্মাদরে মাধ্যমে আপনার প্রভুকে চনিছেনে?" এ উক্তটিি শয়িাদরে কতিাবগুলোতে বড় একটি কচ্ছিার অংশ হসিবে পাওয়া যায়। এ ঘটনাটি মথি্যা হওয়ার আলামত সুস্পষ্ট। এর মাধ্যমে তারা আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর মর্যাদা হানি করে ও তাঁদরে জ্ঞানকে খাটো করে। তারা এ ঘটনাটকিে এমন এক সনদ দয়িে উল্লখে করে যা মথি্যাবাদী ও অজ্ঞাত পরচিয়রে রাবী থকেে মুক্ত নয়।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক: আলী (রাঃ) এর দকিে সম্বন্ধতি উক্তরি সত্যতা সম্পর্কে মন্তব্য

ইবনুল জাওযি (রহঃ) দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লখে করছেনে য, এ মাসয়ালাটি আলী (রাঃ) এর সাথে সম্বন্ধতি হওয়া মথি্যা। তনিি তাঁর সনদ উল্লখে করে বলনে:

মুহাম্মদ বনি আশরাস আস্-সুলামি থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: আমাদরেকে মুহাম্মদ বনি সাঈদ আল-হারাবী সংবাদ দয়িছেনে য, তনিি বলনে: আমাদরেকে ইসমাঈল বনি ইয়াহইয়া বনি উবাইদুল্লাহ্ আত্-তাইমি ও আলী বনি ইব্রাহমি আল-হাশমিি সংবাদ দয়িছেনে ইয়াহইয়া বনি আকীল আল-খুযাঈ থকেে, তনিি তার পতিা থকেে, তনিি আলী বনি আবু তালবে (রাঃ) থকেে: এক লোক তাঁকে জজ্ঞিসে করল য, আপনি মুহাম্মাদরে মাধ্যমে আল্লাহ্কে চনিছেনে? নাকি আল্লাহ্র মাধ্যমে মুহাম্মদকে চনিছেনে? তনিি বলনে: যদি আমি মুহাম্মাদরে মাধ্যমে আল্লাহ্কে চনিতাম তাহলে মুহাম্মাদ আল্লাহ্র চয়েে অধকিতর আস্থাভাজন হত। আর যদি আল্লাহ্র মাধ্যমে মুহাম্মদকে চনিতাম তাহলে আমার আল্লাহ্র রাসূলরে প্রয়োজন ছলি না। কন্তিু, আল্লাহ্ নজিইে আমাকে চনিয়িছেনে; কোন আকৃতি নর্িধারণ ব্যতরিকে, যইেভাবে তনিি চয়েছেনে সইেভাবে। তনিি মুহাম্মদকে রাসূল হসিবে

পাঠয়িছেনে কুরআন ও ঈমান পৌঁছে দয়োর জন্য, হুজ্জত প্রতষ্ঠিা করার জন্য, মানুষকে ইসলামরে উপর প্রতষ্ঠিতি করার জন্য। তনিি আল্লাহ্র পক্ষ থকেে যা নয়িে এসছেনে তাতে আমি বশ্বিাস করছে।ি কনেনা তনিি তাঁর প্রভুর নর্দিশেরে বপিরীত কছিু নয়িে আসনেনি এবং পূর্ববর্তী রাসূলদরে বরিোধতিা করনে না। তনিি সঠকি পথনর্দিশেনা, প্রতশ্রিুতি নয়িে এবং পূর্ববর্তীদরে সত্যায়ন নয়িে এসছেনে।”

ইবনুল জাওযি বলনে: “এটি আলী আলাইহসি সালামরে নামে একটি বানোয়াট হাদসি। তাঁর মর্যাদা এমন কথা বলা থকেে ঊর্ধ্বে। এ হাদসিটি রচনার জন্য অভযিুক্ত রাবী হচ্ছে মুহাম্মদ বনি সাঈদ। তনিি ইসমাঈল থকেে এটি বর্ণনা করছেনে। ইবনে আদী বলনে: ইসমাঈল নর্িভরযোগ্য রাবীদরে থকেে বাতলি কথাবার্তা বর্ণনা করনে। আর বর্ণনাকারী হাশমেীর পরচিয় অজ্ঞাত।”[আল-ইলাল আল-মুতানাহয়িা ফলি আহাদছিলি ওয়াহয়িা (২/৯৪২) থকেে সমাপ্ত]

যাহাবী (রহঃ) বলনে: “এ কথা যে ব্যক্তি রচনা করছেে আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছতি করুন। এর সনদে রয়ছে:ে মুহাম্মদ বনি আশরাস আস্-সুলামী, সে একজন মথি্যাবাদী। সে বর্ণনা করছেে মুহাম্মদ বনি সাঈদ থকে,ে সে ইসমাঈল বনি ইয়াহইয়া থকে;ে সইে-ই হচ্ছে অভযিুক্ত।”[তালখসিু কতিাবলি ইলাল আল-মুতানাহয়িা (পৃষ্ঠা-৩৭০) থকেে সমাপ্ত]

শাওকানী (রহঃ) বলনে:

আলী (রাঃ) এর উক্তি যখন তাকে বলা হল: “আপনি মুহাম্মদরে মাধ্যমে আল্লাহ্কে চনিছেনে? নাকি আল্লাহ্র মাধ্যমে মুহাম্মদকে চনিছেনে?” তনিি বললনে: আমার আল্লাহ্র রাসূলরে প্রয়োজন ছলি না। কন্তিু, আল্লাহ্ নজিইে আমাকে চনিয়িছেনে; কোন আকৃতি নর্িধারণ ব্যতরিকে,ে যইেভাবে তনিি চয়েছেনে সইেভাবে। তনিি মুহাম্মদকে রাসূল হসিবেে পাঠয়িছেনে কুরআন ও ঈমান পৌঁছে দয়োর জন্য....”

এটি আল-জুযক্বানী তাঁর ‘আল-ওয়াহআিত’ গ্রন্থে বর্ণনা করছেনে। ইবনুল জাওযি বলছেনে: “এটি আলী (রাঃ) এর নামে বানোয়াট একটি হাদসি...”[আল-ফাওয়ায়দে আল-মাজমুআ (পৃষ্ঠা-৪৫৫) থকেে সমাপ্ত]

এ উক্তটিি শয়িাদরে কতিাবগুলোতে বড় একটি ঘটনার অংশ হসিবেে পাওয়া যায়। এ ঘটনাটি মথি্যা হওয়ার আলামত সুস্পষ্ট। এর মাধ্যমে তারা আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর মর্যাদা হানি করে ও তাঁদরে জ্ঞানকে খাটো করে। তারা এ ঘটনাটকিে এমন এক সনদ দয়িে উল্লখে করে যা মথি্যাবাদী ও অজ্ঞাত পরচিয়রে রাবী থকেে মুক্ত নয়। যমেনটি উদ্ধৃত হয়ছেে শয়িা ইবনে বাবাওয়াইহ আল-ক্বুম্মরি লখিতি ‘আত্-তাওহীদ’ নামক কতিাবে (পৃষ্ঠা-২১০) ও অন্যান্য কতিাবে।

দুই: এই কথাটরি অর্থ সম্পর্কে মন্তব্য

সম ধরণরে বক্তব্য কছিু আলমেরে গ্রন্থে পূর্ববর্তী ব্যক্তদিরে দকিে সম্বন্ধতি করে উল্লখে করা হয়ছে; তবে সুনর্দিষ্টি করা হয়নি উক্তটিি কার।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে:

তনিি (আব্দুল ওয়াহ্হাব বনি আবুল ফারাজ আল-মাকদসি) বলনে: "একদল সলফে সালহেীন থকেে তা বর্ণতি আছ। তাদরে কাউকে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: আপনি কি মুহাম্মাদরে মাধ্যমে আল্লাহ্কে চনিছেনে? নাকি আল্লাহ্কে তাঁর মাধ্যমে চনিছেনে? তনিি বলনে: আমি আল্লাহ্কে তাঁর মাধ্যমে চনিছেি এবং মুহাম্মাদকে আল্লাহ্র মাধ্যমে চনিছেি। যদি আমি মুহাম্মাদরে মাধ্যমে আল্লাহ্কে চনিতাম; তাহলে অনুগ্রহ আল্লাহ্র বদলে মুহাম্মদরে জন্য হত।"[দারউ তাআরুযুল আকল ওয়াল নাকল (৯/২৫)]

তাদরে এ কথার উদ্দশ্যে হল: একজন মুমনি আল্লাহ্কে ও তাঁর রাসূলকে আল্লাহ্র পক্ষ থকেে তাওফকি ও হদিায়াতপ্রাপ্ত হয়ে চনিতে পরেছে। নজিরে বুদ্ধি দয়িে কংিবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নয়িে এসছেনে সটো অনুধাবন করার মাধ্যমে নয়। যমেনটি আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: 'আর তোমরা জনেে রাখ য, তোমাদরে মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়ছেনে। তনিি যদি অধকিাংশ বষিয়ে তোমাদরে কথা মনেে নতিনে, তাহলে তোমরা অবশ্যই কষ্টে পতিত হতে। কন্তিু আল্লাহ তোমাদরে কাছে ঈমানকে প্রয় করে দয়িছেনে এবং তা তোমাদরে অন্তরে সুশোভতি করছেনে। আর তোমাদরে কাছে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দয়িছেনে। তারাই তো সত্য পথপ্রাপ্ত। আল্লাহর পক্ষ থকেে করুণা ও নয়োমত স্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[সূরা হুজুরাত, আয়াত: ৭-৮]

তনিি আরও বলনে: 'আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যকে ব্যক্তকিে তার হদোয়াত দতিাম; কন্তিু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য নশ্চিয়ই আমি জনি ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করব'।'[সূরা আস্-সাজদা, আয়াত: ১৩]

কন্তিু একই সময়ে তারা এটাও অস্বীকার করনে না য, আল্লাহ্ তাআলা এ হদিায়াত লাভরে জন্য কছিু উপকরণ নর্ধিারণ করে রখেছেনে। এর মধ্যে সবচয়েে বড় উপকরণ হচ্ছে রাসূলগণরে দাওয়াত ও তাদরে শক্ষিাদান।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে:

"আহলুস সুন্নাহ্র আলমেদরে মধ্যে যারা দললি পশে করছেনে য, বান্দা আল্লাহ্কে চনো ও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, রহমতে ও তাঁর পরচিয় করয়িে দয়োর মাধ্যমে হাছলি হয় কংিবা এ জাতীয় অন্য কোন ভাষায়— তাদরে বক্তব্যরে মধ্যে এ সকল তাকদীর অস্বীকারকারীদরে বক্তব্যকে বাতলি সাব্যস্তকরণ অন্তর্ভুক্ত এটা সঠকি। তবে এ বাতলি সাব্যস্তকরণ এমন কছিু দাবী করছে না য, ববিকে ব্যবহাররে মাধ্যমে জ্ঞান অর্জতি হয় না এবং এমন কছিুও দাবী

করছে না যে, রাসূলরে শক্ষিাদান, আলমেদরে শক্ষিাদান, ঈমানদারদরে শক্ষিাদান, তাদরে দাওয়াত, আলোচেনা ও দলিল প্রদানরে মাধ্যমে জ্ঞান অর্জতি হয় না।

বরং এটি সুবদিতি যে, বান্দার অন্তরে জ্ঞান হাছলি হয় কখনও মানুষরে কাছ থকেে যে আলোচেনা ও শক্ষিাদান শুনে থাকে এর মাধ্যমে; সটো কোন বুদ্ধবিৃত্তকি প্রমাণরে নর্দিশেনা হোক কংিবা সংঘটতি কোন বাস্তবতার সংবাদ হোক।

আবার কখনও অন্তরে চন্তিা-ভাবনা, তুলনা ও প্রমাণ উপস্থাপন সংঘটনরে মাধ্যমে হাছলি হয়।

আবার কখনও অর্জন ও প্রমাণ উপস্থাপনরে মাধ্যমে হাছলি হয়। আবার কখনও অন্তররে অর্জন করা ছাড়া আল্লাহ্ অর্জন করয়িে দয়োর মাধ্যমে হাছলি হয়। আর সটো হচ্ছে আল্লাহ্ মুমনিদরে অন্তরে যে ঈমান লখিে দনে— সটো বান্দার পক্ষ থকেে কোন হতেুর মাধ্যমে হাছলি হোক, যমেন- চন্তিা-ভাবনা, দলিল উপস্থাপন কংিবা অপররে পক্ষ থকেে কোন হতেুর মাধ্যমে হোক কংিবা কোন হতেু ছাড়া হাছলি হোক। এই হতেু কংিবা পূর্বোক্ত হতেু যটোই হোক না কনে সটো আল্লাহ্র কাযা (নয়িতি) ও তাকদীর (নর্ধিারণ)-এর মাধ্যমে অর্জতি হয়। আর এটাই হচ্ছে বান্দার উপরে আল্লাহ্র নয়োমত। কনেনা আল্লাহ্ বান্দার প্রতি হতেু ও ফলাফলরে নয়োমত দান করছেনে। এ কারণে যে ব্যক্তি ধারণা করছে যে, জ্ঞান ও ঈমান নছিক তার বুদ্ধি, চন্তিাভাবনা ও দলিল উপস্থাপনরে মাধ্যমে হাছলি হয়ছে; যমেনটি বলে থাকে তাকদীর অস্বীকারকারীগণ; সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। আহলে সুন্নাহ্র এ সকল আলমে এটাকইে বাতলি বলছেনে।”[দারউ তাআরুযুল আকল ওয়াল নাকল (৯/২৮) থকেে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।